বিদ্যুৎ-শিক্ষা-হাসপাতাল-কর-কোর্ট-ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি
ছাঁটাই-কৃষিনীতি-জলকর-খুন-সন্ত্রাস দুর্নীতির প্রতিবাদে

গণআন্দোলনের ধারাবাহিকতায়
২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ

বন্ধুগণ,

২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ ও পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচিগুলিকে সকল অপপ্রচার ও বাধা উপেক্ষা করে সফল করার জন্য আপনারা যেভাবে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করছেন, তাতে আমরা খুবই অনুপ্রাণিত। অত্যন্ত গরিব দিনমজুর থেকে শুরু করে শ্রমিক-কর্মচারী, কৃষক-ক্ষেতমজুর, শিক্ষক-উকিল-ডাক্তার, ছাত্র-যুব-মহিলা সকলেই এস ইউ সি আই দলের ডাকা এই আন্দোলনের কর্মসূচিকে নিজেদের কর্মসূচি হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস ও ফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলির নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরাও এই বন্‌ধকে সফল করতে সাহায্য করছেন। এস ইউ সি আই দলের প্রতি জনগণের এই আস্থা, বিশ্বাস, মমতা ও সমর্থন আমাদের কর্মীদের প্রেরণার উৎস। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনাদের এই প্রবল সমর্থনের জোরেই এস ইউ সি আইয়ের ডাকে '৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, '৯৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, '০২ সালের ১০ জানুয়ারি যেমন সফল বন্‌ধ হয়েছিল, এবারও আগামী ২৭ জানুয়ারি, বাংলা বন্‌ধ তেমনই বিপুলভাবে সফল হয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

এই বন্‌ধের প্রস্তুতির সময়েই এক বিপন্ন নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে তরুণ বাপী সেন যেভাবে দুর্বৃত্ত পুলিশদের নৃশংস আক্রমণে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালেন, তাতে সমগ্র রাজ্যবাসী গভীরভাবে শোকাহত। এই মর্মান্তিক ঘটনা পুনরায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সি পি এম নেতৃত্ব দলীয় স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনকে যথেচ্ছ ব্যবহার করায় আজ এটা মূলত নৈতিকতাহীন, অমানবিক, বেআইনী ও অপরাধমূলক কাজের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। পুলিশ কর্তৃক খুন, ডাকাতি, লক-আপে হত্যা, তোলা আদায়, ঘুষ নেওয়া, অশালীন আচরণ ও ধর্ষণ দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে এই সময়েই আরেকটা খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে উত্তর ভারতে কয়েকশত গরিব ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন, আরও অনেকেই মৃত্যুর মুখে। এ রাজ্যেও কয়েকজন মারা গিয়েছেন। একখণ্ড শীতবস্ত্র, একটু মাথার উপর আচ্ছাদন থাকলে এই মানুষগুলিকে এভাবে প্রাণ হারাতে হত না। সম্প্রতি কোন পুনর্বাসন না দিয়েই রাজ্য সরকার নিষ্ঠুরভাবে বুলডোজার চালিয়ে ঝুপড়ি ও জনবসতি থেকে যাদের উৎখাত করেছে, তাদেরও ত' একইভাবে এই দুরন্ত শীতে মৃত্যুর সাথে লড়তে হচ্ছে। এদেশে বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসাদার, মন্ত্রী ও সরকারি দলের নেতাদের জন্য হরেক রকমের দামী দামী শীতবস্ত্র আছে, দামী গাড়ি, বাড়ি, ফাইভ স্টার হোটেল আছে। তারা যখন শীতকালের আনন্দ ভোগের জন্য আলোয় ঝলমল উৎসবে মেতে ওঠে, তখন ফুটপাথে, গাছতলায়, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কত অন্নহীন, বস্ত্রহীন গরিব মানুষ হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপতে কাঁপতে পশুর মতই প্রাণ হারায় কে তার খোঁজ রাখে। অথচ এরাও মানুষ, মানুষের মত বাঁচার সব অধিকার এদেরও আছে, সবকিছু সম্পদ-উপকরণও আছে, কিন্তু নির্মম পুঁজিবাদী শোষণব্যবস্থা সব কিছু থেকে বঞ্চি ত রেখে এদের এভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর মন্ত্রীত্বের চেয়ারের লালসায় শুধু বিজেপি, কংগ্রেস ও অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলিই নয়, সি পি এম নেতারাও আজ এই শোষকদেরই গোলামি করে চলেছে। তাই দেশি ও বিদেশি শিল্পপতিদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সর্বস্তরের জনগণের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রমাগত এই আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে, অসহ্য যন্ত্রণায় মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় কি করণীয়? মার খেয়ে খেয়ে হা-হুতাশ করা, চোখের জল ফেলা, অদৃষ্টকে দায়ী করা, না মানুষের মত সাহস ও তেজের সাথে দাঁড়িয়ে সংঘবদ্ধভাবে বাঁচার দাবিতে প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করা?

আপনারা জানেন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ জনগণের সামনে এই সংগ্রামের পথই উপস্থিত করে গিয়েছেন। তাই এস ইউ সি আই দল দিল্লী বা রাজ্যের মসনদের ভাগীদার হওয়া বা পঞ্চ ায়েত ভোটের দিকে তাকিয়ে নয়, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে শুধুমাত্র জনগণের স্বার্থে একের পর এক গণআন্দোলন গড়ে তুলছে।

আজ একদিকে যখন দেশি-বিদেশি শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের শোষণে জনগণ মুমূর্ষুপ্রায়, তখন মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রায় প্রতিদিন নানা খাতে কর-দর-ফি-চার্জ-সেস ইত্যাদি বাড়িয়ে গরিব মানুষের শেষ অবলম্বনটুকুও লুঠ করে নিচ্ছে। দুই সরকারই অজুহাত দেখায় সরকারি তহবিল প্রায় শূন্য, তাই এভাবে দাম বাড়াতে হচ্ছে। সকল রকম সাবসিডি দেওয়াও সরকার বন্ধ করছে। কেন সরকারি অর্থভাণ্ডারের এই দশা? এর জন্য দায়ী কে? দীর্ঘদিন ধরে বড় বড় শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকা কর ছাড় দিয়ে, তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য আরও কয়েক লক্ষ কোটি টাকা আদায় না করে, কেন্দ্র মিলিটারী খাতে এবং রাজ্য পুলিশ খাতে সর্বাধিক ব্যয় করে, মন্ত্রী-আমলা-সরকারি নেতাদের বাদশাহী বিলাসবহুল জীবনে বিপুল অর্থ অঢেল অপচয় করে, মন্ত্রী ও নেতাদের পুত্র-কন্যা ও ঘনিষ্ঠদের কোটি কোটি সরকারি টাকা দুহাতে চুরির অবাধ বন্দোবস্ত করে দিয়ে এবং ভোটে ও পার্টির দপ্তর নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজে সরকারি টাকা অপব্যয় করে — এরা কেন্দ্রে ও সকল রাজ্যে এই সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। সি পি এম শাসিত এ রাজ্যও এর ব্যতিক্রম নয়, যদিও 'ত্যাগ ও সততার' বাণী উচ্চারণ করতে এবং 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে' হুঙ্কার

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ঃ গৃহস্থের বিল বাড়বে

(টাকায়)

	৭-১১-২০০১	বর্তমান	কমিশন ঘোষিত নতুন হার	ফেব্রুয়ারি'০৩ হবে	এপ্রিল'০৩ হবে
গৃহস্থ ১০০ ইউনিটের জন্য	২৫১.৪১	২৭৮.০০	৪২৮.২৫	৪৭৮.২৫	৬৭৩.৩৭

শিল্প মালিকদের বিল কমে যাবে

যে শিল্পগ্রাহক মাসে ৩৫০০ ইউনিট ব্যবহার করবেন, তাঁর বিল ১৮,৮৩৬ টাকা থেকে কমে হবে ১৪,৭২৪ টাকা। কিন্তু আগের ৩৪ মাসের বকেয়াও তিনি ফেরৎ পাবেন পরের ২৪ মাস ধরে। তাই তাঁকে এই দু'বছর মাসে ১০,২৮০ টাকা করে বিল মেটাতে হবে।

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার, ১৯.১২.২০০২)

পরিবহনের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার
বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ বুলেটিন - ১ ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ মূল্য ১ টাকা

২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

দিতে এরা কেউই কম নয়। এখন এয়ারকণ্ডিশন্ডরুমে বসে মন্ত্রীদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে — আর কোথায় কোথায় কিভাবে কত ট্যাক্স চাপানো যায়, কত চার্জ বাড়ানো যায় তার লিস্ট তৈরি করা।

শেষ পর্যন্ত তৃষ্ণার পানীয় জলের দামও সরকার ধার্য করেছে, যার থেকে গরিব বস্তিবাসীদেরও রেহাই নেই। লক্ষণীয়, সি পি এম সরকার সাম্রাজ্যবাদী ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের নির্দেশে এটা করেছে এবং তৃণমূল পরিচালিত কর্পোরেশনও এটা সানন্দে মেনে নিয়েছে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে বলতে গেলে সূর্যের আলো আর নিঃশ্বাসের বায়ু ছাড়া প্রায় সবকিছুর উপরই ট্যাক্স বসেছে, সদ্যজাত শিশুর আঁতুড় ঘর থেকে মৃতের শ্মশানঘাট পর্যন্ত ব্যবহার্য সবকিছুরই মূল্য ধার্য হয়েছে এবং ক্রমাগত আরও বাড়ানো হচ্ছে। ফলে এ অবস্থায় বাঁচার জন্য লড়াই ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু এই লড়াইয়ের রাজনীতি কি হবে?

আপনাদের মনে রাখতে হবে — সমাজ যেমন শোষক-শোষিত, ধনী-গরিব, অত্যাচারী-অত্যাচারিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তেমনি রাজনীতিও দুইভাগে বিভক্ত। একটা রাজনীতি পুঁজিপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ীদের শোষণের স্বার্থে এবং তাদেরই মদতে চলছে, সেটা হচ্ছে গদীসর্বস্ব রাজনীতি। বিজেপি, কংগ্রেস, অন্য বুর্জোয়া দলগুলি এমনকি সি পি এম-ও ওদের আশীর্বাদে মন্ত্রীত্বে বসে তাদের অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিচ্ছে, অন্যদিকে জনগণের উপর জুলুম-অত্যাচার চালাচ্ছে, গণআন্দোলন দমন করছে। এদের এক পক্ষ সরকারি গদিতে বসে যখন অত্যাচার-জুলুম চালায়, তখন অপরপক্ষ 'অপজিসানে' থেকে পরের ভোটে বাজিমাৎ করতে জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগাবার জন্য আন্দোলনের মহড়া দেয়। লক্ষণীয় সি পি এম, বিজেপি, কংগ্রেস যে যে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানেই তারা ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, দাম বাড়াচ্ছে। আবার অন্য রাজ্যে যেখানে 'অপজিসানে' আছে, সেখানে ট্যাক্সবৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিচ্ছে, লড়াইয়ের খেলা দেখাচ্ছে। কোনটা আসল, কোনটা নকল লড়াই, কোনটা স্রেফ ভোটের স্বার্থে মানুষকে ঠকানোর জন্য, আর কোনটা জনগণের দাবি আদায়ের স্বার্থে প্রকৃত গণআন্দোলন গড়ার জন্য জনসাধারণকে এটা বুঝতে হবে।

যখন বিভিন্ন বুর্জোয়া দল ও সি পি এম শোষকদের স্বার্থে জনগণের বাঁচার দাবীকে দুপায়ে মাড়িয়ে চলছে, তখন আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, একটি মাত্র দল এস ইউ সি আই শোষিত-অত্যাচারিত জনগণের স্বার্থে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের ঝাণ্ডা বহন করছে, নিপীড়িত জনগণের বুকের গুমরানো কান্নাকে প্রতিবাদের ভাষায় রূপ দিতে, নানা সমস্যা সমাধানের দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। আন্দোলন করতে গিয়ে এ রাজ্যে সি পি এমের শাসনকালেই এ পর্যন্ত আমাদের দলের ১০ জন কর্মী পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছেন, ১৩১ জন নেতা ও কর্মী সি পি এম ঘাতকদের নৃশংস আক্রমণে খুন হয়েছেন, দেড় সহস্রাধিক কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন, প্রায় একশত কর্মী একেবারে পঙ্গু হয়ে গিয়েছেন, মিথ্যা মামলায় বিনাবিচারে ও বিচারের প্রহসনে শতাধিক কর্মী কারারুদ্ধ হয়ে আছেন। এমনকি দলের মহিলা কর্মীরাও বারবার প্রকাশ্য রাজপথে আক্রান্ত ও নিগৃহীত হয়েছেন, অমানবিকতা ও অশালীন আচরণের শিকার হয়েছেন, যে বর্বরতা দেখে আপনারা শিউরে উঠেছেন, প্রবল ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন। এত অত্যাচার-নিপীড়ন সত্ত্বেও আমাদের দল জনজীবনের নানা দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন "বিপ্লবী আন্দোলন এবং লড়াই যারা গড়ে তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা লড়াই শুরু করে প্রথমে তাদের দিতে হয় বেশি, মরতে হয় বেশি, ত্যাগ করতে হয় বেশি।.... তাদের মনোভাব থাকে, তারা মরবে, তবু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে, তবু তারা লড়াই ছাড়বে না। এই মানসিকতার ভিত্তিতেই সব দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং বিপ্লবী আন্দোলনের জমি তৈরি হয়েছে। এইভাবেই একটি একটি ইঁট গেঁথে বিপ্লবীরা বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছে, তবে বিপ্লব হয়েছে।" আমাদের দলের কর্মীরা এই শিক্ষাকেই বুকে বহন করে মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছে।

আপনারা জানেন, রাজ্য সরকার ও সি পি এম নেতৃত্ব যতই গা বাঁচাবার চেষ্টা করুক না কেন, বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য তাদের দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। রেগুলেটরি কমিশন গঠন করেছে রাজ্য সরকার। '৯৮ সালের বিদ্যুৎ আইনে ৩৯(১) ও (২) ধারায় পরিষ্কার লেখা আছে, রাজ্য সরকার জনস্বার্থে কোন লিখিত নির্দেশ দিলে কমিশন তা মানতে বাধ্য এবং রাজ্য সরকার জনস্বার্থের প্রয়োজনে কমিশনের যেকোন সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে। রাজ্য সরকার এই আইনসঙ্গত ক্ষমতা প্রয়োগ করলো না কেন? কার স্বার্থে করলো না? জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বোঝাচ্ছে, এর জন্য কেন্দ্র দায়ী এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কোর্টে যাবে। কেন্দ্র যে দায়ী এটা তো জানা কথা। কিন্তু রাজ্য সরকার কি করেছে? কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক সংবাদপত্রে ফাঁস করে দিয়েছে, ২০০২ সালের ৩ জানুয়ারি দিল্লির যে সভায় সাবসিডি তুলে দেওয়া হবে এবং বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হবে — এই সিদ্ধান্ত হয়, সেই সভায় খোদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হাজির থেকে সম্মতি জানিয়েছেন (আনন্দবাজার ২০-১২-২০০২)। সম্প্রতি এই রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী এক বক্তৃতায় জানিয়েছেন, বাইরের দেশে শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম কম, কিন্তু সাধারণ গ্রাহকদের দাম বেশি, ফলে এ রাজ্যে এ'রকম হবে না কেন ? তিনি আরও জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ নিয়ে ব্যবসায়ীরা এখন ব্যবসা করবে, অর্থাৎ তাঁরা করতে দেবেন। ইতিপূর্বে গোয়েঙ্কাদের হাতে সি ই এস সি রেখে দিয়ে এবং এস ই বি-রও নানা শাখা প্রাইভেট মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে ব্যবসা করার রাস্তাই তাঁরা পরিষ্কার করেছেন। এখন জনগণকে আন্দোলনের পথ থেকে সরাবার জন্য কোর্ট দেখাচ্ছেন, অথচ কোর্টে যখন মামলা চলছিল, সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি যখন জনগণের স্বার্থে কোর্টে লড়ছিল, তখন রাজ্য সরকার কোর্টে দাঁড়ায় নি, বরং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার তাদের সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে দিয়ে গোয়েঙ্কাদের হয়ে মামলা লড়িয়েছে যাতে বিদ্যুতের দাম আরো বাড়ানো যায়। আর এখন তাঁরা বলছেন হাইকোর্টে যাবেন, স্থগিতাদেশ নেবেন। এটা যদি পাওয়াও যায়, তাহলেও কি বিদ্যুতের বর্ধিত দাম স্থায়ীভাবে কমবে ? কমাতে পারে একমাত্র রাজ্য সরকারই ৩৯ নং ধারা প্রয়োগ করে। সে সম্পর্কে সরকার কোন উচ্চবাচ্য করছে না।

সরকারি হাসপাতালগুলিতেও সরকার ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসামান্য অগ্রগতি ও বহু জীবনদায়ী ওষুধের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে দেশে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর অভিশাপে লক্ষ লক্ষ রোগাক্রান্ত শিশু-নারী-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়, সেখানে এই রাজ্যের সরকার হাসপাতালগুলিতে নানা খাতে নতুন করে চার্জ চালু করে এবং বাড়িয়ে ও ফ্রি মিল বন্ধ করে গরিবদের যে যৎসামান্য চিকিৎসার সুযোগ ছিল তাও একেবারে বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে পাবলিকের টাকায় গড়া সরকারি হাসপাতালগুলি এখন ব্যবসা করার নার্সিং হোম হচ্ছে, যার রুদ্ধ দ্বারে কত অসহায় মা মরণাপন্ন শিশুসন্তান কোলে নিয়ে মাথা ঠুকবে, কিন্তু মন্ত্রী ও কর্তাদের পাষাণ হৃদয় এতটুকু গলবে না। ক্লিনিক্যাল এস্ট্যাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট চালু করে প্রাইভেট চিকিৎসার ব্যয়ও তারা বাড়িয়ে দিচ্ছে, আর দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের চিকিৎসা বেচে টাকা লুঠবার সুযোগ করে দিচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও সরকার এখন আর বিদ্যাদানের ক্ষেত্র নয়, মুনাফা অর্জনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে। নানা ফি, ডোনেশন বাড়িয়েই চলেছে, এমনকি ক্যাপিটেশন ফি-ও চালু করছে। অথচ একদিন ব্রিটিশ ভারতে রেনেশাঁস ও স্বদেশি আন্দোলনের যুগের মনীষীরা ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এই স্বপ্ন নিয়ে যে, স্বাধীন ভারতে সকল নাগরিককে সুশিক্ষিত করার জন্য সর্বস্তরে শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে। এ রাজ্যে যেখানে ৮২% ছাত্রকে নিদারুণ দারিদ্র্যের জ্বালায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে স্কুল স্তরেই শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটাতে হয়, সেখানে কেন্দ্রের মতই রাজ্য সরকারও এই নীতি নিয়েই চলছে যে, যার টাকা আছে সে পড়বে, যার নেই সে পড়বে না। অন্যদিকে এর মধ্যে ঘটি-বাটি বিক্রি করেও যারা পড়তে আসে, তাদের অনেকের সামনেও ভর্তির সুযোগ বন্ধ।

দেশে কোটি কোটি বেকার। ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্রেফ ধাপ্পা দেওয়ার জন্য বলেছিলেন, বছরে যথাক্রমে ১ কোটি ও ৬ লক্ষ বেকারকে চাকরি দেবেন। কোথায় সেই চাকরি, বরং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী চাকরি হারাচ্ছে। শিক্ষিত বেকারেরা যাতে বিক্ষোভের আগুন না জ্বালাতে পারে, তার জন্য শিক্ষাকে আরও সংকোচন করছে। ছাত্রদের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানসম্মত মনন যাতে না গড়ে ওঠে তার জন্য একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার অধ্যাত্মবাদী-মধ্যযুগীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে, পাঠ্যবই বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা তৈরি করতে চাইছে। আর অন্যদিকে রাজ্য সরকার টেকনিক্যাল-ভোকেশনাল শিক্ষাকে জোর দিচ্ছে।

সমগ্র দেশেই শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর ভয়ংকর আক্রমণ চলছে। সি পি এম শাসিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুখে কেন্দ্রের বিরোধিতা করলেও বাস্তবে একই শ্রমিকবিরোধী নীতি নিয়ে চলছে। হাজারে হাজারে কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হচ্ছে, বাকিদের উপরও ছাঁটাইয়ের খড়্গ

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ঃ

	ছিল (বার্ষিক)	হয়েছে (বার্ষিক)
বি. এ. (পাস)	১৪৪.০০	৬০০.০০
বি. কম. (পাস)	১৫৬.০০	৭২০.০০
বি. এসসি (পাস)	১৬৮.০০	৯০০.০০
এম. এ	২১৬.০০	১,৫০০.০০
এম. এসসি	২৮৮.০০	১.৮০০.০০
ইঞ্জিনিয়ারিং (বি. ই)	২,৪০০.০০	৪,৮০০.০০
মেডিকেল	২২৫.০০	১২,০০০.০০
হোস্টেল	১৪৪.০০	৬,০০০.০০

পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি ঃ

	কেন্দ্রীয় সরকার	রাজ্য সরকার
ডিজেলে ট্যাক্স (জুন, ২০০২)	১৪%	১২.৫৫%
পেট্রলে ট্যাক্স (জুন, ২০০২)	৩০%	২০%

রাজ্য সরকার এর ওপর লিটার প্রতি ১ টাকা সেস বসিয়েছে (আগস্ট '০২)

	ডিজেল	পেট্রল
কেন্দ্রীয় সরকার দাম বাড়িয়েছে (জুন, ২০০২)	২.৫০	১.৫০

রাজ্য সরকার এর ওপর লিটার প্রতি ০.৩০ পয়সা সেস বসিয়েছে (জুন '০২)

২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

ঝুলছে, জোর করে চাকরি থেকে রিটায়ার করাচ্ছে, আধুনিক মেশিন এনে শ্রমিকদের 'উদ্বৃত্ত' করে পথে বসাচ্ছে, পাবলিকের টাকায় গড়া সরকারি কারখানাগুলি ব্যবসায়ীদের কাছে জলের দামে বিক্রি করে দিচ্ছে। ওয়েজ ফ্রিজ, ওয়েজ কাট, বোনাস না দেওয়া, পি এফের টাকা আত্মসাৎ করা, কন্ট্রাক্ট লেবার প্রথা চালু করা, পোস্ট খালি থাকা সত্ত্বেও নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দেওয়া, লক আউট-লে অফ করা অবাধে চলছে। কত কর্মচ্যুত শ্রমিক অনাহারের দুঃসহ জ্বালায় সপরিবারে আত্মহত্যা করছে তার খবর ক'জন জানে। এতে কিন্তু মন্ত্রীদের শান্তি নষ্ট হয় না, মন্ত্রীদের শান্তি নষ্ট হয় যখন অসহ্য জ্বালায় শ্রমিকরা আন্দোলনের রাস্তায় নামে। সি পি এম-এর মুখ্যমন্ত্রী এতদূর নেমে গেছেন যে, এ রাজ্যে জঙ্গি কেন, সবরকম আন্দোলনই তারা যখন প্রায় শেষ করে দিয়েছেন, তখন তিনি শিল্পপতিদের ভোজসভায় সহর্ষ করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দিত হয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, এ রাজ্যে সরকার কঠোর হস্তে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন দমন করবে। এই সরকার গরিবের আন্দোলন দমনে আজ শুধু কঠোরই নয়, কত যে নিষ্ঠুর সেটা দেখা গেছে মুর্শিদাবাদে বিড়ি শ্রমিকদের জমা দেওয়া পি এফের টাকা মালিক যখন গায়েব করে দিয়েছিল, তখন আমাদের দল পরিচালিত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে। রাজ্য সরকারের পুলিশবাহিনী সেদিন আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে একজন বিড়ি শ্রমিককে হত্যা করে ও আরো কয়েকজনকে গুরুতরভাবে আহত করে।

গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর-গরিব ও মধ্য চাষির অবস্থা আরো শোচনীয়। লক্ষ লক্ষ জমিচ্যুত খেতমজুরদের সারা বছর কোন কাজ নেই, যাদের যে ক'দিন কাজ জোটে, তারাও ন্যায্য মজুরি পায় না। ভোটের আগে সরকার রেডিও-টিভি-কাগজে এদের জন্য নানা স্কিম শোনায়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত, বাস্তবে কোন স্কিমেরই দেখা পাওয়া যায় না। বি পি এল লিস্ট নিয়েও ফাটকাবাজি ও দলবাজি চলছে। সরকারের লক্ষ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে লোকের সংখ্যা কত কম দেখানো যায়, যাতে দাবি করা যায় এ রাজ্যে দারিদ্র্য দূর হচ্ছে। তাহলে সরকারের দায়িত্বও কমে যায়। এ জন্য বলা হয়েছে বাৎসরিক ১৫ হাজারের কম যাদের রোজগার তাদের নাম বি পি এল লিস্টভুক্ত হবে। বার্ষিক এই পরিমাণ আয় ধরলে একটা পরিবারের মাসিক আয় দাঁড়াবে ১২৪৯.১১ টাকা। একটা ভিখারিকেও পরিবার নিয়ে বাঁচতে হলে এর চেয়ে বেশি আয় করতে হয়। তাহলে কয়জন প্রকৃত গরিব পরিবার এই লিস্টে স্থান পাবে ? আর এই নিয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঢাক ঢোল পেটাচ্ছেন। অন্যদিকে দলের লোকজন, এমনকি যাদের যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, তাদের নামও এই তালিকায় কারচুপি করে ঢোকানো হচ্ছে।

গ্রামে যাদের এখনও সামান্য কিছু জোত-জমি আছে তারাও মরণযন্ত্রণায় ধুঁকছে। প্রায় বছরই বন্যায়, কোথাও খরায় ফসল নষ্ট হচ্ছে। বিরাট দেনার দায়, তার উপর সার, ডিজেল, সেচের জল, কীটনাশক ওষুধের দাম বেড়েই চলেছে। বাজারে জিনিসপত্রের দামও আগুন। চাষি ফসল বিক্রির সময় ন্যায্য দাম পায় না। সরকার ধাপ্পা দেওয়ার জন্য ধানের দাম ঘোষণা করে কিন্তু নিজে কেনে না, ফলে লোকসানে বেচতে হয়। আবার দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা যাতে গ্রামাঞ্চলকে লুঠতে পারে তার জন্য রাজ্য সরকার নিয়ে এসেছে নয়া কৃষিনীতি, যার ফলে চাষি নামেমাত্র জমির মালিক থাকবে; তাকে কো-অপারেটিভে জমি দিতে বাধ্য করা হবে। পুঁজিপতিরা চড়া সুদে পুঁজি দেবে, কি চাষ করতে হবে ঠিক করে দেবে (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধানের বদলে নানা ফল-ফুল ইত্যাদির চাষ), বীজ, সার, ওষুধও তাদের কাছ থেকেই বেশি দামে কিনতে হবে, আবার তাদের কাছেই তাদেরই নির্ধারিত দরে চাষে উৎপাদিত জিনিস শস্তায় বিক্রি করতে হবে, তারা যাতে দেশে-বিদেশে ব্যবসা করে প্রচুর লাভ করতে পারে। চাষ মার খেলে চাষিকেই দায় নিতে হবে এবং ভিটে-মাটি খুইয়ে ধার সুদসুদ্ধ শোধ করতে হবে। ব্রিটিশ যুগে নীলচাষ প্রথার শৃঙ্খল বহু চাষিকে নিঃস্ব করেছিল। বি জে পি-র সাথে হাত মিলিয়ে সি পি এম তার চেয়েও ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতের ব্যাপক দুর্নীতি, সরকারি আমলা-পুলিশ-জোতদার-কন্ট্রাক্টর-সরকারি দল-ক্রিমিন্যালদের দুষ্টচক্র গ্রামীণ মানুষের সব সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছে।

অতি দুঃখেই আদালতের ব্যয় বহন করতে না পেরে এদেশের উৎপীড়িত গরিবরা এতদিন বলে এসেছে, 'যার টাকা আছে, তার জন্যই শুধু আইন-আদালত আছে'। এবার সরকার যে হারে কোর্ট ফি বাড়িয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষ কোন আদালতে যাওয়ার কথা আর স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের উকিল-মোক্তার-করণিক ও অন্যেরা দীর্ঘ ৪৫ দিন কর্মবিরতি আন্দোলন চালিয়েছেন। সরকার আন্দোলনের চাপে কোর্ট ফি নামমাত্র কমিয়ে নানা ছলাচাতুরি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে, যদিও আইনজীবীরা সরকার দাবি না মানলে পুনরায় আন্দোলনে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন।

রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনের হাল কি? রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসন আইন অনুযায়ী চলে না, চলে সি পি এম নেতাদের নির্দেশে। তাদের খুশি রাখতে পারলে প্রমোশন, লোভনীয় স্থানে ট্রান্সফার, অবাধে ঘুষ নেওয়া, তোলা আদায় করা সবই চলতে পারে। পুলিশের মুষ্টিমেয় একাংশ যাঁরা এখনও মাথা নিচু করেননি তাদের হয়রানির অন্ত নেই। সি পি এম নেতারা পুলিশকে কাজে লাগিয়ে ক্রিমিন্যালদের কন্ট্রোল করছে, তাদের দিয়ে পলিটিক্যাল মার্ডার করাচ্ছে। এই সুযোগে ক্রিমিন্যালরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। তাই গোটা রাজ্যে ডাকাতি-ছিনতাই, নারীপাচার-ধর্ষণ, খুন বেড়েই চলেছে।

অন্যদিকে এসবের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবশক্তি যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার জন্য তারা অপসংস্কৃতির জোয়ার বইয়ে দিয়ে ও অনৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করে তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে। এদেশে একদিন মাদক দ্রব্য বর্জন দিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। আজ রাজ্য সরকার সর্বত্র অসংখ্য মদের দোকান খুলে দিচ্ছে। তাদের যুক্তি এতে আয় বাড়বে। মদ-জুয়া-সাট্টা-ক্যাবারে ড্যান্স-ব্লু ফিল্ম-অশ্লীল সাহিত্যের পঙ্কিল স্রোতে যুবশক্তিকে নিমজ্জিত করা হচ্ছে। কয়েকদিন বাদেই ২৩ জানুয়ারি আসছে। ব্রিটিশযুগে যে নেতাজীর নাম উচ্চারণ করলে জেল হাজতে যেতে হত, আজ ক'জন এই বীর যোদ্ধাকে স্মরণ করে? ক'জন স্মরণ করে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-দেশবন্ধু-নজরুল-ক্ষুদিরামদের ! ষড়যন্ত্র করেই বর্তমান ছাত্র-যুবকদের এঁদের গৌরবময় স্মৃতির সাথে যোগসূত্র ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

তাই বর্তমান এই ভয়ংকর দুঃসহ পরিস্থিতিতে চাই লাগাতার দুর্বার গণ-আন্দোলন। একদিনের বন্‌ধ, দুই দিনের আইন অমান্যে থামলে চলবে না। সংগ্রামী রাজনৈতিক আদর্শ ও নৈতিক শক্তিতে বলীয়ান সুসংঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, একটানা ১৯ বছর লড়াই করেই সি পি এম সরকারকে প্রাথমিকে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য করা গিয়েছিল। করতে পেরেছিল এস ইউ সি আই দল, জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায়। এবারও গত বছর ১০ জানুয়ারি আমরা বাংলা বন্‌ধ করেছি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যুৎ বিল বয়কট করানো হয়েছে। ২ কোটির অধিক স্বাক্ষর সংগ্রহ করে গত মে মাসে লক্ষাধিক লোকের মহামিছিল করে সেই সমস্ত স্বাক্ষর রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় আইন অমান্য ও অন্যান্য আন্দোলন হয়েছে। এইভাবে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে গত ১৬ নভেম্বর আমাদের দল প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেছে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে বাংলা বন্‌ধ করা হবে। এ সম্পর্কে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের মতামত সংগ্রহ করে পুনরায় গত ১৭ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে, আগামী ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ, এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যুতের বাড়তি বিল বয়কট, হাসপাতালগুলিতে বিক্ষোভ, আইন অমান্য, প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ এবং সরকার দাবি না মানলে প্রয়োজনে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ৪৮ ঘণ্টা বাংলা বন্‌ধ করা হবে।

এইভাবে যখন একটার পর একটা কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন ধীরে ধীরে শক্তিশালী ও সংগঠিত রূপ নিচ্ছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে এক মাস আগে থেকে ডাকা ২৭শে জানুয়ারি বন্‌ধের প্রস্তুতি চলছে তখন একটি বিশেষ গোষ্ঠী সবকিছু জেনেও কোন আগাম প্রস্তুতি ও আন্দোলনের কর্মসূচি ছাড়াই ১০ জানুয়ারি হঠাৎ বন্‌ধের ডাক দিয়ে দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে জড়িত করে লাগাতার গণ-আন্দোলনের পরিকল্পিত কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটানো, রাজনৈতিক স্টান্ট

কৃষিক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঃ

	এখন গ্রামে	পুর এলাকায়	শহরাঞ্চলে
জমির মিউটেশন ফি (প্রতি একরে) লাগত না	১০০.০০	৫০০.০০	১,০০০.০০

	ছিল	হয়েছে
জমির রেজিস্ট্রেশন ফি বৃদ্ধি	৫%	৮%

খাজনা বৃদ্ধি (প্রতি একরে)	সেচ এলাকায়	১৩.৫০	৩০.০০
	অসেচ এলাকায়	৯.০০	২০.০০
জমির চরিত্র পরিবর্তন (প্রতি একরে)		অবাণিজ্যিক	বাণিজ্যিক
	গ্রামে	১,০০০.০০	২,০০০.০০
	শহরে	২,০০০.০০	৫,০০০.০০

জলকর চালু ঃ

সাধারণ পরিবার পিছু	৩০ .০০ টাকা	আগে কোন টাকা লাগত না

পরিবহনে ভাড়াবৃদ্ধি (৮-৭-২০০২) ঃ

	ছিল	হল	টাকা
বাস — প্রথম ৬ কিমি	২.৫০	প্রথম ২ কিমি	২.০০
		২ - ৪ কিমি	৩.০০
		৪ - ৬ কিমি	৪.০০
৭ - ১৬ কিমি	৩.০০	৭ - ১৮ কিমি	৪.০০
১৭ - ১৮ কিমি	৩.৫০		৪.০০
১৯ - ২২ কিমি	৪.০০	১৯ - ২২ কিমি	৫.০০
ট্রাম — প্রথম শ্রেণী	১.৭৫		২.৫০
দ্বিতীয় শ্রেণী	১.৫০		২.০০

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / বুলেটিন-১

২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল করুন

দেওয়া ও পঞ্চায়েত ভোটে ফয়দা তোলা, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে আন্দোলন সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি জাগিয়ে মূল আন্দোলনের ক্ষতি করা ও তার দ্বারা বাইরে বিরোধিতা দেখিয়ে কার্যত সি পি এম সরকারকেই সাহায্য করা। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা বন্‌ধের মত আন্দোলনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ারকে লঘু করার দ্বারা তারা ক্ষমতাসীন বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতকেই শক্তিশালী করেছে। এটা ধরতে পেরেই আপনারা এই তথাকথিত বন্‌ধের ডাককে অন্তর থেকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার জন্য আপনাদের অভিনন্দন। এটা এই রাজ্যের জনগণের উন্নত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও যথার্থ গণআন্দোলনের পথকে গ্রহণ করার মানসিকতারই পরিচায়ক।

সর্বশেষে আপনাদের কাছে আবেদন, সর্বস্তরে লাগাতার গণ আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি গঠন করুন, সৎ ও সাহসী যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলুন। মনে রাখবেন, শুধুমাত্র আমাদের দলের কর্মীরা লড়লেই হবে না, জনগণের বাঁচার লড়াইয়ের স্বার্থে পরিচালিত গণআন্দোলনে জনগণকেও নামতে হবে, আন্দোলনের দাবি, প্রোগ্রাম, কাজকর্ম সবকিছুকেই নিজের কাজ গণ্য করে মাথা দিতে হবে, নেতৃত্বকে সাজেশন জানাতে হবে, নিজেদের সবকিছুতেই ভূমিকা নিতে হবে, না হলে উদ্দেশ্য সফল হবে না। বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপে শোষণ-অত্যাচার বাড়বেই, আর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে একে প্রতিরোধ করতে না পারলে অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। তাই আপনারা সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হোন। এই লড়াই একদিকে বাঁচার দাবি অর্জনের জন্য, অন্যদিকে নিজেদের মনুষ্যত্ব ও বিবেককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। স্মরণ করতে হবে নেতাজীর অবিস্মরণীয় উক্তি, "ভুলে যেও না, মিথ্যা আর অন্যায়ের সাথে আপস করা নিকৃষ্টতম অপরাধ"। স্মরণ করতে হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই ঐতিহাসিক উক্তি, "ব্যক্তি হিসাবে যেকোন অন্যায়ের তুমি যদি প্রতিবাদ করতে না পার, তাহলে তুমি মানুষ নামেরই যোগ্য নও।"

আপনাদের বিবেকের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে আগামী ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধকে সফল করতে ও আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচিকে কার্যে রূপায়িত করতে আপনারা সক্রিয় ভূমিকা নেবেন, এই আশায় আমাদের দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই আবেদন রাখলাম।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ

সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

এস ইউ সি আই

২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধের দাবি

১। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চলবে না, বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ঘোষণা বাতিল করতে হবে। বকেয়া ফুয়েল চার্জ ও সারচার্জ আদায়, লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ বন্ধ, এবং বিদ্যুৎ বিল-২০০১ বাতিল করতে হবে।

২। হাসপাতালে সমস্ত ক্ষেত্রে বর্ধিত চার্জ প্রত্যাহার করতে হবে। পথ্য চার্জ নেওয়া চলবে না।

৩। স্কুল কলেজে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার করতে হবে।

৪। জলকর চালু করা চলবে না।

৫। শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা, ব্যাঙ্ক বেসরকারীকরণ করা চলবে না।

৬। বন্ধ কলকারখানা খোলা, ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল এবং অর্জিত অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। রাজ্যের সর্বনাশা কৃষিনীতি বাতিল করতে হবে। জমির খাজনা ও সেচ কর বাড়ানো চলবে না। গরিব ও মধ্য চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম দিতে হবে।

৮। সমস্ত বেকারদের কাজ অথবা বেকার ভাতা এবং খেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও উপযুক্ত মজুরি দিতে হবে।

৯। বর্ধিত কোর্ট ফি বাতিল করতে হবে।

১০। আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে খতিয়ে না দেখে বাসের ভাড়া নির্ধারণ করা চলবে না। বর্ধিত ভাড়া কমাতে হবে।

১১। পুনর্বাসন না দিয়ে কোন হকার, বস্তি, ঝুপড়িবাসী ও পথিপার্শ্বস্থ দোকানদারদের উচ্ছেদ করা চলবে না।

১২। খুন-সন্ত্রাস-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

১৩। স্থায়ী বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণ, প্রতি ব্লকে হিমঘর ও কৃষিভিত্তিক কারখানা করতে হবে।

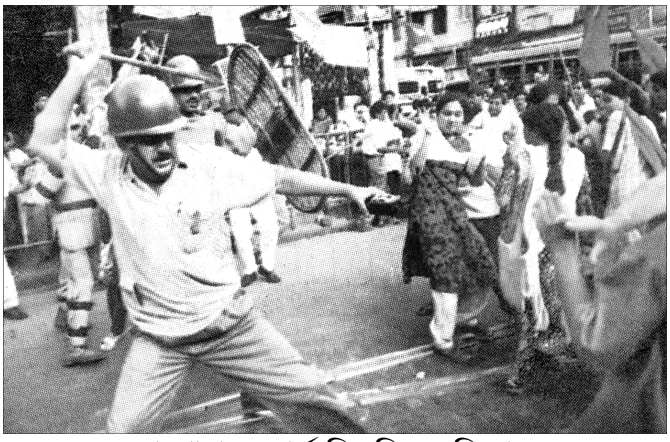

হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

হাসপাতালে চার্জ বৃদ্ধি ঃ

	১৯৯৮	২০০২
টি. সি. ডি. সি., ই এস আর	টাকা লাগতো না	১৫.০০
টিবি রোগের সমস্ত পরীক্ষা	টাকা লাগতো না	২০.০০ — ৫০.০০
সি টি স্ক্যান (ব্রেন)	৪০০.০০	৮০০.০০
ই. সি. জি.	১৫০.০০	৩০০.০০
ডায়ালিসিস	২০০.০০	৫০০.০০
হার্ট অপারেশন	টাকা লাগতো না	২৫,০০ — ৩০,০০০
পথ্য	টাকা লাগতো না	১৪.৫০
বেড (পেয়িং)	১৫.০০	৩০.০০

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

জলকরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net